সভ্যগুণ কি সভ্যতায় প্রতিফলিত

সমীরণ মজুমদার

সভ্যগুণ ও সভ্যতা দুটি অঙ্গাঙ্গি শব্দ। কিন্তু সভ্যগুণ কি ইতিহাসে বর্ণিত সভ্যতা সূচক ধারণাকে প্রতিফলিত করে? নাকি সভ্যগুণ ও সভ্যতা সমান্তরাল দুটি ধারণার বাহক।

সভ্যতার উপরিতল আর সভ্যতার অন্তঃস্থল বোধ করি একই রূপে প্রতিভাত নয়। একটু পর্যবেক্ষণ করলেই তা অনুভব করা যায়। যে দেশকে, যে সমাজকে, যে সময়কে সভ্যতার পরিচায়ক বলে তুলে ধরা হয় তার কোনটিই অন্তরে বাহিরে কথায়-কাজে, সামগ্রিক আচরণে সভ্য গুণান্বিত নয়।

উদ্ভাবনশীল মানুষদের গড়া সমাজ রাষ্ট্রব্যবস্থা ও তার কিছু মূল্যবোধের নামই সভ্যতা। নাকি সভ্য সমাজ রাষ্ট্র ব্যবস্থাই হল সভ্যতা। তা হলে 'সভ্যগুণ' বলতে কী বোঝায় সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। কোন মানব বসতি সভা, কী কী গুণ থাকলে মানুষকে সভ্য বলা যায়?

নগরায়ণকে সভ্যতার একটা বৈশিষ্ট্য বলা হয়ে থাকে। কিন্তু ভারতীয় আর্য সভ্যতায় নগরায়ণ দেখা দিয়েছে অনেক পরে। গ্রাম জীবনেই সে সভ্যতা উন্নত চিন্তার পরিচয় দিয়েছে। তা হলে কি বসতিতে নগরায়নের দর্পী আত্মপ্রকাশ যা উদ্বৃত্ত সম্পদকে ভিত্তি করে কীর্তি স্থাপন করেছে, তাই সভ্যতা? না কি চিন্তা ও জীবনযাপনে বিশেষ উদ্ভাবনশীল গুণই সভ্যতা। সম্পদ সৃষ্টি মানুষের জীবনে বহুবিধ পরিবর্তনের ইন্ধন। কিন্তু সে ইন্ধন কি মানুষকে ক্রমাগত সভ্য করে তুলেছে? না সভ্য হবার ভিত্তি সৃষ্টি করেছে? জ্ঞান বৃদ্ধি, সম্পদ বৃদ্ধি সভ্যতা হলে মানব যাত্রার সমস্ত স্তরেই তো একটু একটু করে জ্ঞান ও সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে। মানুষ ক্রমাগত সভ্য হয়ে চলেছে। এই সভ্য হয়ে চলা অবশ্যই কিছু গুণ প্রত্যাশা করে। কী সেই গুণ?

সভ্যতার বিচারে অশোক উন্নত সভ্যতার প্রতিনিধি না আলোকজান্ডার? হাম্বুরাবি কোড বা জাস্টিনিয়ানের ল উন্নত সভ্যতার গ্রন্থ না ঋকবেদ? সাম্রাজ্য বিস্তার সভ্যতা, না সংস্কৃতির বিস্তার সভ্যতা? অহিংসা সভ্যতা না হিংসা? নাকি স্বাধীনতা, শান্তি, অহিংসা, প্রেম, বন্ধুত্ব, কৃতজ্ঞতা, সেবা, সহিষ্ণুতা, সততা, ত্যাগ, সারল্য, সাম্য প্রভৃতি গুণ সভ্যতার পরিচায়ক। তা হলে সভ্য বলে পরিচিত নানা দেশে এগুলির স্থান কোথায়? কতটুকু? সভ্যতার ক্রম উন্নতিতে এই গুণগুলির কি ক্রমবিকাশ ঘটেছে? না পাশাপাশি দেখা দিয়েছে অন্য ধরনের নির্গুণ? বিকাশমান সভ্যতা বলে চিহ্নিত সমাজে সভ্যতার পরিচায়ক গুণগুলির বিপরীত চিত্রের প্রকাশ ঘটতেই দেখা যায় না কি?

নগারায়ণ ও সম্পদ সর্বত্র যুদ্ধ সৃষ্টি করেছে। সম্পদ ও ক্ষমতা অতি অস্তিত্ববান দুটি বিষয় কি সভ্যতা গড়ার সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতা বিরোধী শক্তিগুলির আত্মপ্রকাশ সহায়ক হয়নি? দৈনন্দিন প্রয়োজনের সরবরাহ সভ্য জীবনযাপনের দিকমুখ খুলে দিয়েছে। সভ্য চিন্তার সহায়ক হয়েছে। সভ্য আচরণও দেখা দিয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন মাত্রায় সম্পদের

অধিকার এবং বিভিন্ন স্তরে ক্ষমতার অধিষ্ঠান চালিকা শক্তি হিসাবে সভ্যতা বোধের বিপরীত স্রোতেই বহমান, কতিপয় ব্যক্তির ব্যতিক্রমী আচরণ বাদ দিলে। সভ্যতা কার্যত সমাজের সামগ্রিক চরিত্রে, উপরিতলের সভ্য রূপ ধারণ করলেও অন্তঃস্থলে অসভ্য চরিত্রেই বহমান। মানবসভ্যতা শোষণ, লুণ্ঠন, বৈষম্য, অপরাধ, নারী নির্যাতন, দুর্বলের প্রতি অত্যাচার, মুক্তচিন্তার দমন, ভণ্ডামী, হিংসা, প্রতারণা, মিথ্যাচার থেকে কোনও দিনই মুক্ত হয়নি। বরং বলা যায় এই সমস্ত অসভ্যতা সুলভ বৈশিষ্ট্যই হল প্রধান ধারা। তাকে কপটতার আশ্রয়ে আড়াল করে সভ্যতার নামাঙ্কিত হয়েছে। সমস্ত সভ্যতার সভ্য চরিত্র হল পরোক্ষ, সভ্য পটাবৃত রূপ হল ভঙ্গিমা। শাসক সমস্ত যুগেই, ব্যতিক্রম বাদ দিলে, আগে চূড়ান্ত ভোগী স্বার্থপর, পরে তারা রাজধর্ম। প্রশাসক, বণিক, কর্মী সকলেই সভ্য গুণ যে পথা নির্দেশ করে সেই মতো চলে না। কেবলমাত্র ব্যক্তিগত নির্বাচনে সৃজনশীল পথে কিছু মানুষ সভ্য গুণ রক্ষা করে চলেন। সঙ্গে সরল সাধারণ মানুষ।

সভ্যতার স্বাভাবিক দাবি হল, পূর্ববর্তী সমাজ থেকে বৈষয়িক সম্ভার উৎপাদন ও উদ্ভাবনী চিন্তা বৈচিত্র্যে অগ্রসর হওয়া। উন্নত সভ্যতা সম্পদে আরও অগ্রসরতার দাবিদার। আঞ্চলিক আধারে গড়ে ওঠা সভ্যতাগুলি তার চতুর্দিকের জনগোষ্ঠীর জীবনযাপনের উপাদানের বিচারে অবশ্যই অগ্রসর। সেই অগ্রসরতার অক্ষপথেই বর্তমান মানব সভ্যতার আবির্ভাব। সে পথেই সভ্যতা বর্ণিত।

অন্য দিকটি হল, এই সভ্যতায় অঙ্গীভূত এবং অনঅপনেয় কিছু না সভ্যতার চরিত্র। যাকে পূর্ববর্তী অবস্থা থেকে আদৌ অগ্রসরতা বলা যায় না। সভ্যতার ভিতর না সভ্যতার অবস্থানকে দেখাই হয় না। হানিবাল বীর। সে বীরত্ব সভ্যতার জন্য কী প্রয়োজন? জেঙ্গিস-তৈমুরের রক্তাক্ত ইতিহাস সভ্যতার জন্য কতটা ফলপ্রসূ? ইতিহাসের কীর্তি অর্থ তা রাজারাজরার ভোগবিলাসের সম্ভার। নিতান্তই অপ্রয়োজনীয় জারের সামার প্যালেস, উইন্টার প্যালেস তো সভ্যতার ইতিহাস বলেই মানুষ দেখতে যায়।

পিরামিড ফারাওয়ের পুনর্জন্ম লাভের কুসংস্কারের ফলশ্রুতি। মায়া সভ্যতার পিরামিড তো মানুষকে বলি দেবার উচ্চাসন। রোমের কলোসিয়াম পশুর মুখে মানুষ দর্শনের উল্লাস মঞ্চ। চীনের প্রাচীর যুদ্ধের ঢাল। এ সমস্ত ক্ষেত্রেই স্রষ্টা রূপে শিল্পী, কারিগর দক্ষতায় সভ্য গুণান্বিত। কিন্তু সৃষ্টির লক্ষ্যে অসভ্যতার ফলশ্রুতি। সভ্যতার গরিমায় তার সৃষ্টি, না সভ্যতার কান্নায় তার আবির্ভাব। সে যুগের সভ্য মন এই সব কিছুর স্রষ্টা নয়। ইতিহাস সজ্জিত হয়েছে এক দর্পী ভোগের আড়ালে। মানুষের সৃজনশীলতা প্রকাশ পেয়েছে পরোব।

যুদ্ধ ও সভ্যতা

অতীতের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার দিকে তাকালে যুদ্ধই মানুষের নির্বন্ধ বলে মনে হবে। অতীত চলেছে যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে। যুদ্ধ সভ্যগুণ নয়। কিন্তু সভ্যতার চলমানতা যুদ্ধের রথে।

যুদ্ধপারঙ্গম মোঙ্গল হত্যা স্রোতে বৃহত্তর সাম্রাজ্য সৃষ্টি করেছিল। যুদ্ধ জয়ে লুণ্ঠন আর শোষণ ছাড়া রোম হতে পারে না। লুণ্ঠনের সম্পদেই তৈমুরের হাতে সমরখন্দ রোম হতে চেয়েছিল। যে যুদ্ধকে সর্বদা সভ্যতার শত্রু বলে বিবেচনা করা হয় গোটা মানবজাতির ইতিহাস সেই যুদ্ধেরই ইতিহাস। ক্ষমতার উল্লাসের ইতিহাস। দুর্বলকে দমনের ইতিহাস।

এরই মাঝে বলতে গেলে সভ্য গুকণ বলে চিহ্নিত হতে পারে এমন বিষয় উচ্চারিত হয়েছে, এক অর্থে, এই বীরভোগ্যা সমাজের প্রতিবাদ হিসাবে।

মিশর প্রাচীন ইতিহাসের সভ্যতা, পিরামিড আর মন্দিরে শোভিত, ক্ষমতার দম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। মিশরের উত্তরের সমুদ্র অঞ্চলের আগ্রাসী শক্তিকে যুদ্ধের মাধ্যমে মোকাবিলা করে রামোসিস-৩ মিশরকে সভ্যতার স্তম্ভ করে তোলেন। গ্রিস নিজেদের ভিতর যুদ্ধকে গৌরব হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে। বীরত্ব ছিল শ্রেষ্ঠ গুণ। পারস্য যখন যুদ্ধেরই ভয়াল মূর্তি তখন গ্রিস পারস্যরাজ জেরেকসেসকে সালামিসের যুদ্ধে পরাজিত করে গ্রিসের পরবর্তী ইতিহাস রচনা করে। গ্রিক বীর আলেকজান্ডার সমর নায়ক হিসাবেই ইতিহাস গৌরবান্বিত। কার্থেজের হ্যানিবাল আল্পস ছাড়িয়ে ইউরোপে যুদ্ধের ত্রাস সঞ্চার করেন। আবার রোমের কাছে যুদ্ধে পরাজয়েই কার্থেজের ভবিষ্যৎ বিনষ্ট হয়। রোমান সম্রাট অক্টাভিয়ান, অ্যাকটিয়ামের যুদ্ধে জয়লাভ করে, মিশরের সভ্যতার অগ্রগতি স্তব্ধ করে দেন। রোমান সম্রাট অগাস্টাস রাইন নদীর ওপারে জার্মানি পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য যুদ্ধ করতে গিয়ে পরাজিত হওয়ায় জার্মানির ইতিহাস ভিন্ন পথেপ্রবাহিত হয়। অন্যদিকে রোমান শাসন জেরুজালেমে প্রতিষ্ঠার পর জেরুজালেম ধ্বংস করে দিয়ে ইহুদি জাতিকে ছন্নছাড়া জনতায় পরিণত করে।

বিশ্বাসের জগৎ ধর্ম একই যুদ্ধের পথে সভ্যতার কাণ্ডারী হতে চেয়েছে। রোম সাম্রাজ্য যখন অন্তর্কলহে জর্জরিত এবং নানা ধরনের বর্বর জাতির আক্রমণে পর্যুদস্ত তখন কন্সস্টাইন শাসন দণ্ড ধারণ করে মিলভিয়ান ব্রিজের যুদ্ধে খ্রিস্টান ক্ষমতার অধীশ্বর রূপে আবির্ভূত হন। হুন অ্যাটিলার আক্রমণে রোমও নিস্তেজ হয়ে পড়ে। ইসলামের জয়যাত্রা শুরু হয় মদিনার নির্ণায়ক যুদ্ধে। তারপর থেকে ইসলামের ক্ষমতা কেন্দ্রের পরিবর্তন যুদ্ধ ও দ্বন্দ্বে নির্ধারিত, তার সম্প্রসারণ মানেই ছিল যুদ্ধ। ইউরোপে দুই নবীন ধর্ম দীর্ঘকাল জুড়ে ধর্মযুদ্ধ চালিয়ে যায়। ফ্রান্সে ক্যাথলিক গোষ্ঠী প্রোটেস্ট্যান্টদের হত্যাকাণ্ড চালায় সেন্ট বার্থলোমু দিবসে। তা দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের প্রেরণা হয়ে থাকে অনেক দিন। প্রুশিয়ার ম্যাগডেবার্গের প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মের অনুসারীদের ওপর, ক্যাথলিক রাজা লিওপোল্ডের আদেশ অমান্য করলে হামলা চালানো হয়। পরিণামে গোটা ইউরোপে ধর্ম নিয়ে যুদ্ধ দেখা দেয় — ইংল্যান্ডে, ডেনমার্ক, স্পেন, নেদারল্যান্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে।

জার্মানি গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হলে অটো এক বর্বর-ম্যাগিয়ার ও দেশীয় যুদ্ধবাজদের লেকফেল্ডের যুদ্ধে পরাজিত করে জার্মানকে চলার শক্তি দান করেন। উইলিয়াম অব নরম্যানডি ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে ইংলন্ড আক্রমণ করে যুদ্ধ জয়ের মধ্য দিয়ে ইংল্যান্ডের ভাগ্য নির্ধারিত করেন। ইংল্যান্ডের এডওয়ার্ড তিন এবং ফ্রান্সের ফিলিপ ছয়-এর সূচিত যুদ্ধ ইউরোপে শতাব্দীর যুদ্ধে পরিণত হয়। উত্তর চীন যুদ্ধ করে দখল করে সমর নায়ক জেঙ্গিস খান। অটোমান টার্ককে পরাজিত করে তৈমুর ইউরোপের পথ চলাকে বদলে দেয়। জেঙ্গিস, আলেকজান্ডার, সাইরাস ও তৈমুর যুদ্ধকে ইতিহাসের পাতায় ঘটনা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইংল্যান্ডের হেনরি-পাঁচ ফ্রান্সের সিংহাসনের দাবি নিয়ে শতাব্দীর যুদ্ধের পুনরাবর্তন করেন। অটোম্যান টার্ক পূর্ব ইউরোপে রোমান অস্তিত্ব সম্পূর্ণ স্তব্ধ করে

দেয় এক ভয়ংকর যুদ্ধে কন্সট্যান্টিনোপলের পতনের মধ্যে দিয়ে। লুই এগার ফ্রান্সের বার্গান্ডিকে পরাজিত করলেও ক্ষমতার লড়াই চলতেই থাকে। ইংল্যান্ডের ত্রিশ বছরের গৃহযুদ্ধ শেষ হয় হেনরি কর্তৃক রিচার্ড-তিনকে বোসওয়ার্থের যুদ্ধে পরাজিত করার পর। ফ্রান্সের অযোগ্য রাজা চার্লস-সাত ইতালি অক্রমণ করেন। পরিণামে হোলি রোমান এম্পায়ার এবং স্পেন ফ্রান্সকে ঘিরে ফেলে।

দক্ষিণ আমেরিকার মেকসিকোর আজটেক সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যায় হারন্যান্ড করটিসের বন্দুক যুদ্ধের মাধ্যমে। ফ্রান্সিসকো পিরাজো একই ভাবে সশস্ত্র আক্রমণে পেরুর ইনকা সভ্যতা ধ্বংস করে ফেলে। এরপর সমগ্র আমেরিকায় এই অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করেই রেড ইন্ডিয়ানদের নিশ্চিহ্ন করা হয়।

রাশিয়ার জার আইভান চার ভয়ঙ্কর সন্ত্রাস সৃষ্টি করেই প্রজা শাসন করার প্রয়াসী হন। সে ছিল হত্যা, নির্বাসন, দণ্ডদানের অবিরাম ধারা। মোগল যোদ্ধা বাবর যুদ্ধের দক্ষতাতেই ভারতের ইতিহাস বদলে দেন। জাপানে সেকিগাহারার সংকীর্ণ উপত্যকায় এক যুদ্ধের মধ্য দিয়ে টোকুগাওয়া নতুন এক যুগের সূচনা করেন।

ভিয়েনা যখন সভ্যগুণে উন্নতির শিখরে অটোম্যান সুলতানের আক্রমণে তা বিদ্ধস্ত হয়ে পড়ে। ব্রিটিশ শক্তির দক্ষতায় পলাশির যুদ্ধই ভারতে দীর্ঘ উপনিবেশ শাসনের সূত্রপাত ঘটায়। অস্ট্রিয়ার হুপসবার্গ সম্রাট চার্লস ছয়ের মৃত্যুর পর তাঁর কন্যা মারিয়া থেরেসা ক্ষমতায় বসলে চারদিক থেকে প্রুশিয়া, ব্যাভেরিয়া, স্পেন, ইংল্যান্ড নানা দাবিতে যুদ্ধ শুরু করে যার ক্ষেত্র প্রসারিত হয় ভারত ও আমেরিকা পর্যন্ত। ফ্রান্স আর ইংল্যান্ডে ইউরোপ, আমেরিকা, ভারত, পশ্চিম আফ্রিকা জুড়ে নানা রকম যুদ্ধের মধ্য দিয়ে তাদের উপনিবেশ দখল সম্পূর্ণ করে। নেপলিয়ান রাশিয়া দখল করার জন্য যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন, যদিও ফিরে আসতে বাধ্য হন। রাশিয়া অটোম্যান রাজত্ব দুর্বল ভেবে আক্রমণ করার উদ্যোগ নিলে কেবল আশংকা থেকেই ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড রাশিয়ার ক্রিমিয়া উপদ্বীপ আক্রমণ করে।

আর দুই বিশ্বযুদ্ধ তো মানব সভ্যতার চরম রূপকেই তুলে ধরে। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত শক্তিধর দেশ ঠান্ডা লড়াই করেই চলেছে। এখনও পর্যন্ত যুদ্ধই মানব সভ্যতাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। সেখানে আলোকোজ্জ্বল চিন্তা, আবিষ্কার, সৃষ্টি সবই যেনপরোক্ষ পাওনা। ক্ষমতা ও উদ্বৃত্তের দখলে এখনও যুদ্ধই মানব সভ্যতার চালিকা শক্তি। সভ্য গুণ বলে যা কিছু সংজ্ঞায়িত তা আজও পূর্ণ প্রতিষ্ঠা পায়নি যুদ্ধের সুপ্ত উপস্থিতির কারণে। যুদ্ধের অন্তর্ধান ছাড়া সুসভ্য মানব সমাজের আবির্ভাব সম্ভব নয়।

ধর্ম ও সভ্যতা

ধর্ম হল ইতিহাসের এক অত্যাচারের ফোয়ারা। তা কখনও মানুষের রক্তে লাল, কখনও মানুষের অত্যাচারের নীল। মানুষকে আর কোনও প্রকল্পেরসামনেই এত অপমান ও অত্যাচার সহ্য করতে হয়নি। ধর্মীয় নেতারা প্রায়ই এক একজন ভণ্ড, প্রতারক। অসংখ্য মিথ্যা ও স্তোকবাক্যের উপর দাঁড়িয়ে ধর্ম রাজত্ব করে চলেছে। এটাই ধর্মীয় সভ্যতা। মন্দির-মসজিদ-গির্জার চাকচিক্যে সভ্যতা প্রদীপ্ত হলেও সেগুলি কি মানুষের মানসিক দৈন্যতা ও সংকীর্ণতার কেন্দ্রে নয়? তা কি সভ্য গুণের চিহ্ন?

যাকে আমরা এখন পশ্চিমী সভ্যতা বলি তার উদ্ভব বহুবিচিত্র যুদ্ধ আর উনিবেশবাদের লুণ্ঠনের ফলশ্রুতিতে। সেখানে নব্যচিন্তা, বিজ্ঞান ও গণতন্ত্র সভ্যতার বিকাশ রূপে দেখা দেবার প্রতিটি স্তরে ধর্মের বাধার সম্মুখীন হয়েছে। যুগ যুগ ধরে বিজ্ঞান, মুক্তচিন্তা, ওষুধ আবিষ্কার, নারী ভাবনা, নানাবিধ সংস্কার, ব্যক্তির স্বাধিকার, সমাজিক ন্যায় ধর্মের কাছেই পেয়েছে চরম লাঞ্ছনা। নবীন দুই ধর্ম কার্যত মানুষের সভ্যতা বিষয়ক আধুনিক গুণের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশে সহিংস প্রতিবন্ধক। আজ যুক্তি-বিজ্ঞানমনস্কতা, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও যুক্তিবাদী মুক্তচিন্তার বিকাশের সম্মুখে খ্রিষ্টান ধর্ম নতজানু হয়েছে বলেই পশ্চিমে আধুনিক সভ্যতা দেখা দিতে পেরেছে। ইসলাম আজও রাষ্ট্রশক্তি অবলম্বন করে সভ্য গুণের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ইসলামের নয়া খলিফৎ স্থাপনের চেষ্টায় ইসলামই আতঙ্কিত! অন্যান্য সমস্ত সংগঠিত ধর্মেরই একনিষ্ঠ অনুসরণ কম বেশি সভ্য গুণের বিকাশের অন্তরায়।

ক্রীতদাসত্ব, বর্ণভেদ, বৈধব্য, বোরখা, তালাক, সতীদাহ, ডাইনীবানানো, খাদ্যবিচার, সুন্নৎ, ইনকুইজিসন, অস্পৃশ্যতা, ধর্মযুদ্ধ, জেহাদ, পৌত্তলিক নির্যাতন, ধর্মীয় প্রার্থনালয় ধ্বংস, আগুনে পুড়িয়ে নরহত্যা, ব্লাসফেমি, স্ত্রী শিক্ষা বিরোধিতা, কুসংস্কারে উৎসাহ, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে বাধা, বিজ্ঞান বিরোধিতা, কৌলিন্য প্রথা, ধর্মীয় বিভাজন ও ধর্মীয় দ্বন্দ্ব, অন্তর্দন্দ্ব (ক্যাথলিক-প্রোটেস্ট্যান্ট, শিয়াসুন্নি, ব্রাহ্ম-শূদ্র, হীনযান-মহাযান), দেবদাসী, পশুবলি, কুরবানি, নরবলি, পাথর ছুড়ে নরহত্যা, চিত্রকলা-গান-ভাস্কর্য-জাঁকযমক বর্জন প্রভৃতি সমস্ত ধর্মীয় কার্যক্রম সভ্যতা ও সভ্যগুণের পরিপন্থী।

মানুষের সৃষ্ট বিশাল মহীরূহ ধর্ম মানুষের আত্মনির্বুদ্ধিতায় সভ্যতার প্রতিকূলতাই সৃষ্টি করেছে। ও করে চলেছে। মানুষকে অখণ্ড সত্তা হয়ে উঠে পূর্ণ সভ্যগুণান্বিত প্রজাতি হিসাবে উন্নীত করতে হলে সব থেকে কঠিন ও চূড়ান্ত সংগ্রাম করতে হবে ধর্মের বিলুপ্তির জন্য।

সভ্যতার দুটি হিতাচার ও চারটি অহিতাচার

আজ পর্যন্ত মানুষ যা কিছু সৃষ্টি করেছে, বিজ্ঞান প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে যা কিছু সূচনা করেছে, মানসিক জগতে নান্দনিক যা কিছু উপহার দিয়েছে তার মধ্যে সব থেকে তাৎপর্যপূর্ণ দুটি বিষয় হল আরোগ্যনিকেতন ও গ্রন্থাগার। শরীরকে নিরাময় না করলে চিন্তাশক্তি জাগ্রত হয় না, ভারতীয় কাহিনিতে বলা সেই কথার ও গৌতমের যোগশাস্ত্রের মূল লক্ষ্য হল আগে শরীরকে সক্ষম করা, পড়ে মানসিক শক্তি অর্জন। সেই কাজে এবং রোগ-যন্ত্রণা থেকে অব্যাহৃতি, জরাকে জয় করা, আয়ুকে বৃদ্ধি করার তিন লক্ষ্যে আরোগ্যনিকেতন এক কুশলী ব্যবস্থা সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বলা যায়।

দ্বিতীয়ত মানুষের মানসিক যা কিছু আর্জিত সম্পদ তার একত্র সঞ্চয় প্রতিটি মানুষের হাতের কাছে পৌঁছে গেছে গ্রন্থাগারের মাধ্যমে। অতীত সঞ্চিত হয়েছে বর্তমানের কাছে, পৌঁছে গেছে ভবিষ্যতের হাতে। জ্ঞানের সঞ্চয় এবং আনন্দের উপাদান একত্র বিরাজ করছে গ্রন্থাগারে। এক অনন্য সভ্যতা বিধায়ক সৃষ্টি।

সভ্য চিন্তা এই অসাধারণ দুটি মানব সৃষ্টিকে কলুষিত করতে চলেছে মুনাফা ও অশ্লীলতার আশ্রয়ে। চিকিৎসা এখন প্রধানত ব্যবসা। মানব দেহাঙ্গ, চিকিৎসা পদ্ধতি, ওষুধ

ব্যবহার ক্রমশ অমানবিক মুনাফার গ্রাসে পতিত। রোগ নিরাময়ের প্রয়োজন থেকে চিকিৎসা ব্যবসায়িক উপাদানে পরিণত হয়ে চলেছে। কখন কখন তা ষড়যন্ত্রের ভয়াবহ রূপ লাভ করছে। সভ্যতার সৃষ্টি সভ্যতাকেই প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

গ্রন্থাগার বর্তমানে ছাপা গ্রন্থের সঞ্চয়ের ধারাকে দ্রুত ইন্টারনেটের পদ্ধতি রূপে পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। এটা কেবল প্রযুক্তির পরিবর্তন নয়। গ্রন্থাগারেও ইতিপূর্বে নানা পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে— ভুর্জপত্র, প্যাপিরাসের পাতা, তাল পাতা, হাতে লেখা, মুদ্রণ প্রভৃতি। কিন্তু বর্তমানে ইন্টারনেটের প্রযুক্তি সম্পূর্ণ আলাদা। তথ্য ও সঙ্গে জ্ঞানভাণ্ডার ব্যাপক সান্নিধ্য প্রাপ্ত। কিন্তু ইন্টারনেট যে ভাবে সমস্ত সম্প্রচারে সঙ্গে 'অশ্লীলতা'র মিশ্রণ ঘটিয়ে চলেছে সেখানে সংশয় একটা মাত্র লাভ করছে।

বর্তমান সভ্যতার চারটি চরিত্র ক্রমেই সভ্যতা ও সভ্য গুণের অহিতাচার রূপে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে তা হল অপরাধ, যৌনবিকৃতি, হিংসা ও ধর্মান্ধতা।

সান্ত্বনার চাঁদোয়া

এই প্রেক্ষিতে সভ্যতা আসলে মানবতার মাথার উপরে সান্ত্বনার চাঁদোয়া। নির্দিষ্ট করে কিছু বিষয় লক্ষ করলে বোঝা যাবে, মানব সভ্যতা বলে যা পরিচিত তার একটি অপরিচিত রূপ আছে। উপরিতল আর অন্তঃস্থল এক নয়।

১. যাদের আদিবাসী, বর্বর অসভ্য বলা হয়ে থাকে তাদের সম্পদ সৃষ্টির বিচারে সভ্যতা থেকে পিছিয়ে থাকতে দেখা গেলেও, তাদের ভিতর নারী-পুরুষে সামাজিক বৈষম্য থাকে না। বৈষম্য সম্পর্কিত সভ্য সমাজের অন্য অসংখ্য বিষয় বাদ দিলেও নারীকে বেশ্যা বানিয়ে রাখা বর্তমান সভ্যতার বৈশিষ্ট্য তাদের সমাজে অনুপস্থিত। যতখুশি নারীকে বিবাহ, খেয়াল খুশি মতো তালাক দেওয়া, তাকে বোরখার মধ্যে বস্তাবন্দী করে রাখা কী নারীর অতীত অবস্থান থেকে অগ্রগতি? নারী নির্যাতন বিষয়টি ধর্ম ও সভ্যতার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য। নারী ধর্ষণ সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বর্ধমান? পূর্ববর্তী মানুষের জীবনযাপন থেকে তা কোন্ অর্থে অগ্রসরতা? কিছু নারীর অবস্থার উন্নতিই কি সভ্যতার সার্থকতা?

২. প্রকৃতির একই নিয়মে জন্মলাভ করেও বর্ণ ব্যবস্থার বিচারে সমাজে কেউ পবিত্র, কেউ অস্পৃশ্য হয়ে পড়া কোন্ সভ্যতার পরিচায়ক? অভিজাত বলে সব জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায়ে শ্রেণী কি সভ্য মনের পরিচায়ক? মানুষের প্রতি মানুষের এত ঘৃণা কোনও আদিবাসী বর্বর অসভ্য সমাজে ছিল কি? নিম্নবর্ণে স্থিত অধিকাংশ মানুষের জন্য এটা কি সভ্যতা? সভ্য সমাজের প্রথম স্তর ক্রীতদাস ব্যবস্থা কার কাছে সভ্যতা? মানুষকে গৃহপালিত পশুর মতো শ্রমে নিয়োগ করা কি সভ্যতার পরিচায়ক? এই সভ্য ব্যবস্থা কি সেই দাস মানুষদের পূর্ববর্তী অবস্থা থেকে উন্নততর অবস্থায় উত্তীর্ণ করল? কিছু মানুষের হাতে সম্পদ সঞ্চিত হওয়া ছাড়া এই শোষণ ব্যবস্থা কি পূর্ববর্তী অবস্থা থেকে অগ্রসরতা বলা যায়? বৃহৎ সংখ্যক মানুষের অমানুষিক জীবনের উপর নির্ভর করে অতি অল্প সংখ্যক মানুষের উন্নত চিন্তা চর্চাই কি তা হলে সভ্যতা?

৩. হিংসার আচরণে সভ্যতা কি বর্বরতা থেকে এক কদমও অগ্রসর? মায়া সভ্যতায় মানুষের হৃৎপিণ্ড উপড়ে নিয়ে পূজার্চনার জন্য প্রদত্ত হত। মিশর সভ্যতার পিরামিড আর মমিখানায় মৃত ফারাও-এর পরবর্তী জীবনের জন্য দাসী-বাদীরা কবরেই প্রেরিত হত। মেসপটেমিয়ার সভ্যতায় এমন অভিজাতদের কবর পাওয়া গেছে যেখানে তাদের সেবার জন্য বিষ খাইয়ে হত্যা করে প্রহরীদের কবরস্থ করা হয়েছে। ভারতীয় সভ্যতায় মৃত স্বামীর চিতায় জ্বলজ্যান্ত স্ত্রীকে নিক্ষেপ করা হত। ইসলাম বিস্তার লাভ করেছে হত্যার পথ ধরে। এই সেদিনও সম্পদে উন্নত সভ্যতার হাতে মানুষকে গুদামে বন্ধ করে গ্যাস দিয়ে হত্যা করা হয়েছে। প্রাচীন সমাজে হিংসা কোনও পরিকলল্পনা করে দেখা দিত না। সভ্য সমাজে হিংসা মস্তিষ্কে উদ্ভাবিত পরিকল্পনার ফসল। যুদ্ধাস্ত্রে জন্য বিশ্বসম্পদের বিশাল পরিমাণ ব্যয় কি সভ্যতার বিশাল অগ্রসরতা?

৪. নারী-পুরুষের অভিন্ন যৌন আকাঙক্ষাজাত দৈহিক মিলন অগ্রাহ্য করে নারীকে নিয়মে অনিয়মে পুরুষের ধর্ষণের উপাদানে রূপায়িত করা কি সভ্যতা? তাকে যৌন পণ্যে পরিণত করা কি সভ্যতা? বেশ্যা কি নারীর সভ্য অবস্থান? কালের বিচারে সভ্যতার এগিয়ে যাবার সাথে সাথে নারী নির্যাতন ও ধর্ষণও বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। এটা কি সভ্যতার অগ্রগতি? শিশু ও নারীকে প্রকাশ্য হাটে বিক্রয় করার এক সময়ের ব্যবস্থা এখন গোপন নারী পাচারের ব্যবস্থায় পরিণত হওয়া কি সভ্যতা? আধুনিক সভ্য সময়ে আফ্রিকায় এখনও নারীকে আটকে রেখে গর্ভধারণে বাধ্য করে প্রসব করা সন্তান বিক্রয়ের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়।

৫. ধর্ম ও ঈশ্বর নিয়ে ব্যবসা, ধর্মে-ধর্মে বিদ্বেষ ও হানাহানি, অসংখ্য মানুষী স্বাধীনতায় ধর্মের হস্তক্ষেপ, নবীন ধর্মের বিধর্মী হত্যা নিদান কি মানুষকে এগিয়ে দেবার সভ্যতা? পৃথিবীতে এমন একটি সভ্যতাও নেই যে নিজের গড়ার কাল্পনিক সৃষ্টির সামনে নতজানু হয়ে নিজেকেই দুর্বল প্রতিপন্ন করার নির্বুদ্ধিতা থেকে মুক্ত হতে পেরেছে। ধর্ম সভ্যতার সৃষ্টি যা আগমনের দিন থেকে বিভেদ, বৈষম্য, অত্যাচার-এর ধারক। আধুনিক সভ্য সময়ে ধর্ম একটা আত্মপ্রতারণা, মিথ্যা আশ্রিত সামাজিক নির্বুদ্ধিতার অনুসরণ।

৬. সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বহু বিচিত্র ধরনের অপরাধ কি পূর্ববর্তী পশ্চাৎপদ মানব সমাজ থেকে অগ্রসরতার পরিচয় দেয়? পূর্ববর্তী বর্বর অসভ্য সমাজে কি এমন অপরাধের অস্তিত্ব ছিল? অপরাধী, অপরাধ জগৎ কোনও আদিসমাজেই ছিল না। সভ্যতার সাথে সাথে বিচিত্র ধরনের অপরাধ সমাজের সর্বস্তরে বিস্তার লাভ করে চলেছে। অর্থনৈতিক, মানসিক, যৌনগত, প্রতিহিংসাগত অপরাধ সভ্যতার আনাচে কানাচে সর্বত্র বিদ্যমান। বর্তমান উন্নত সভ্যতায় অপরাধ জগৎ প্রকাশ্য নিয়মবদ্ধ সমাজের থেকে কম বড় নয়। এটাই কি উন্নত সভ্যতা?

৭. মানুষের মনকে প্রকাশ না-করার নানা প্রয়াস সভ্যতারই পরিচায়ক। ব্যক্তি মনের চিন্তা-ভাবনা, আকাঙক্ষা, পরিকল্পনা সভ্য সমাজের নানা আচরণের আড়ালে লুকিয়ে থাকে। সভ্যতা যত উন্নত হয় ঢেকে রাখার প্রবণতা ততো বাড়তে থাকে। গুটিকয়েক মহাপুরুষ বাদ দিলে সমাজের উচ্চস্তরের প্রায় সমস্ত মানুষ— রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক,

প্রশাসনিক— যা বলে তা আচরণে করে না। বড় বড় উদার কথার আড়ালে তাদের ব্যক্তিগত সঙ্কীর্ণ আকাঙক্ষা তাড়িত জীবন অনুসরণ করে। আর তা অর্জনের জন্য অন্তরালে, অপ্রকাশ্য কার্যে লিপ্ত থাকে। এটাই কি সভ্যতার চরিত্র?

৮. আদিম কৌম সমাজ বর্বর বলে চিহ্নিত হয়েছে। কিন্তু সেখানে মানুষের হাতে মানুষ অমর্যাদা পায়নি। কিন্তু মানব সভ্যতার যাত্রাই শুরু হয়েছে কোন না কোন রকম অর্থে মানুষকে ক্রীতদাস হিসাবে সামগ্রীতে পরিণত করে। হাটে মানুষ বিক্রি হয়েছে, হাটে নারী বিক্রি হয়েছে। কিনছে অন্য মানুষই। নারী দেহ বিক্রি সভ্যতার আড়ালে নানা রঙে একই ভাবে চলছে। দরিদ্র ল অন্তজের অপমান অবর্ণীয়। বিত্তহীনের হেনস্থার শেষ নেই। শাসক, রাজা, জমিদারের অত্যাচার অকথ্য। নতুন চিন্তা নায়ক, নতুন পথ প্রদর্শকের অপমান প্রাপ্তি তো সভ্যতার পর্বে পর্বে। এ ভাবে বিচরণই কি সভ্যতা?

৯. জন্তু থেকে মানুষ হতে গিয়ে যে সামাজিকতা গড়ে উঠেছিল সেখানে প্রতিটি মানুষ গোষ্ঠীগত ভাবে ছিল একে অন্যের পাশে। মানুষের এই নূন্যতম সাথীত্বই মানব সভ্যতায় হারিয়ে গেছে। নিদারুণ ভাবে ক্রমাগত সভ্যতার উন্নতির সাথে সাথে ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে। যত পরিকল্পনাই হোক, সেখানে প্রতিটি মানুষ এক ভয়ঙ্কর প্রতিযোগিতার মাঝে অসহায়। তার ব্যক্তিগত সমস্যায় একান্তই একাকী। কর্ম উদ্যোগে ব্যর্থ, পরাজিত, প্রতিযোগীর জন্য সভ্যতার ভাষায় সে যেন পৃথিবীতে থাকবার যোগ্যতাসম্পন্ন নয়। মানুষে-মানুষে এই সম্পর্কই কি সভ্যতা?

১০. মানব সভ্যতা আসলে একটা মুখোশ ধারণ করে বহমান। বহু সম্পদের অস্তিত্ব আড়াল করে দঁড়িয়ে আছে মানুষকেই। বিষয়গত দিন থেকে বহু মানুষের ত্যাগে উন্নত জ্ঞান ও সম্পদ অর্জিত হয়েছে ঠিকই। পাশাপাশি জড়ো হয়েছে বহু অবর্জনা— প্রতিবন্ধী করে রাখা ধর্মীয় আচরণ। অপরাধ ও দুর্নীতির বহু বিচিত্র কৌশল।

সভ্যগুণ, সভ্যতা বলে যা কিছু বর্ণিত তা কি সভ্যতার কাছে সহজলভ্য?